ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০৭৬
আগরতলা, ১৪ মার্চ,২০২৫

জাপানি ভাষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬ জন নার্সিং পাশ যুবক-যুবতীদের সংবর্ধনা
দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এবং ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জাপানি ভাষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬ জন নার্সিং পাশ করা যুবক ও যুবতিদের আজ সংবর্ধনা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের সচিব কিরন গিত্যে, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা মহম্মদ সাজ্জাত পি. প্রমুখ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সম্বর্ধনা প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নার্সিং পেশা একটি সেবামূলক কাজ। জাপানে নার্সিং কেয়ারগিভার হিসেবে চাকুরি পাওয়া ৬ জন যুবক-যুবতিকে সে দেশে গিয়ে ভালোভাবে কাজ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, জাপানে নার্সিং পেশায় তারা যদি সুনামের সাথে কাজ করতে পারে তবে আগামী দিনে রাজ্য থেকে আরও ছেলে-মেয়ে সেদেশে নার্সিং এর উপর কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। তিনি রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চাইছেন দেশের যুবরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করুক। রাজ্য সরকারও সেই দিশাতেই কাজ করে চলেছে।

'উল্লেখ্য স্পেসিফাইড স্কিল ওয়ার্কার' প্রোগ্রাম প্রচারের লক্ষ্যে ভারত সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এই প্রোগ্রামের অধীনে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও নার্সিং পড়ুয়াদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় একজন নার্সিং পড়ুয়া জাপানে নার্সিং কেয়ার ক্যারিয়ার গড়তে পারবে। ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর ২১ জন নার্সিং পড়ুয়াকে দিল্লীতে জাপানি ভাষার উপর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যে ৩ জন নার্সিং পড়ুয়া সফলভাবে জাপানি ভাষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে জাপানে নার্সিং কেয়ারগিভার হিসেবে যোগদান করেছে। আজ যারা সংবর্ধিত হয়েছেন তারা চলতি বছর জাপানে নার্সিং কেয়ারগিভার হিসাবে কাজে যোগ দেবেন। সেখানে তাদের মাসিক বেতন হবে ১ লক্ষ টাকার বেশি। চলতি বছরে আরও ১২ জন নার্সিং পড়ুয়াকে জাপানে কেয়ারগিভার হিসাবে পাঠানো হবে। আগামী বছর আরও ৬০ জন নার্সিং পড়ুয়াকে জাপানি ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে জাপানে কেয়ারগিভার হিসেবে পাঠানো হবে।

*****